# আশাবাদী তারুণ্য

তরুণগুলো ক্ষুদ্রের মত এ পৃথিবীতে এসেছিল। নিতান্তই রুটিনমাফিক স্রষ্টার সৃষ্টি তাজা তারুণ্য কাঁপুনিতে ধীরে ধীরে পল্লবিত হচ্ছে। অহংবোধ তেমন ছিল না। তবে অতৃপ্তি ছিল সীমাহীন। সৃষ্টি সুখের অতৃপ্তি। নতুন স্বপ্নময় সমৃদ্ধ আগামীর জন্য অতৃপ্তি। আশা-নিরাশার দোলাচলে তরুণগুলো সময়ের সঙ্গী। ওরা প্রেম করতে জানে। জানে ভালোবাসতে। মাঝে মাঝে ওরা পড়ে যায় সীমাহীন ভালোবাসার চাপে। এতশত কিছুর পরও ওরা ভাগ্যবান। ওরা ওদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে সর্বত্রই। ওদের স্বপ্ন শুধু ভাগ্যহত মানুষগুলোর ভাগ্যের সুর-ছন্দ পরিবর্তনে নিরন্তর চেষ্টা করা— সুদিন আসবেই। দিগন্ত কাঁপিয়ে হলেও সুদিন আসবে। এক অন্যরকম আবেগী না ভোলা সুদিন। হয়তো আজকের অনেকেই সেদিন থাকবে না। তারপরও সুদিন আসবে— আমাদের অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য হলেও আসবে। আমরা তরুণরা সেই সুদিনের উন্মুখ প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হচ্ছি প্রতিটি ক্ষণেই একটু একটু করে।

**আহমেদ**
**খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়**

## ধিক্কার শোনার জন্য...

নববর্ষের নতুন দিন পহেলা বৈশাখ। নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে সবাই একত্রিত হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক 'রমনা বটমূলে'। সেখানে তো সবাই খুশি-আনন্দ করতে গিয়েছিল, তারা তো মরতে যায়নি— তবে কেন তাদের মরতে হলো? এর জবাব কে দেবে? এ কেমন দেশের নাগরিক আমরা? ধিক্কার দিতে হয় এদেশকে, প্রশাসনকে। এটাতো কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো কর্মসূচি নয়, এ হল সংস্কৃতি বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা। তবে কেন এতো বাধা, বোমাবাজি?

**এসএম কামাল উদ্দীন (হৃদয়)**
**আমিন শ্রমিক কলোনি, চট্টগ্রাম**

## দেশ কোন পথে?

দেশ এখন কোন পথে? ক্রমেই সংঘাতময় হয়ে উঠছে বাংলাদেশ। সরকার এবং বিরোধী গ্রুপ উভয়ই যুদ্ধংদেহী মনোভাব পোষণ করছে। ক্ষমতা প্রদর্শনের অসুস্থ লড়াইয়ে প্রতিদিন একের পর এক লাশ পড়ছে। বাতাসে এখন বারুদের গন্ধ এবং রাজপথ রক্তিম হয়ে উঠছে। একটা অজানা আশঙ্কায় সাধারণ জনগণ ভীত-সন্ত্রস্ত। আজ কারো জীবনের বিন্দুমাত্র নিরাপত্তা নেই। পুলিশ প্রশাসন এখন অপ্রয়োজনীয় একটি সংস্থায় পরিণত হয়েছে। পুলিশ দলীয় লেজুড়বৃত্তিই শুধু করছে না— প্রতিটি খুন, রাহাজানি ছিনতাই, ডাকাতির হোতায় পরিণত হয়েছে। দেশ কি গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে? সামান্য কারণে যারা হৈ চৈ করেন সেই তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বা সুশীল সমাজ নিশ্চুপ কেন? রাজনীতিতে যে দুর্বৃত্তপনা শুরু হয়েছে এর অবসান না হলে কেউ নিরাপদে বাস করতে পারবে না জাতিকে বাঁচাতে এখনই সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

**টুবন, ইডেন কলেজ, ঢাকা**

## এরা পশু

পহেলা বৈশাখ রমনার বটমূলে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হলো ৯ জন। এখন পর্যন্ত এই হত্যাকান্ডের জন্য পুলিশ কাউকে ধরতে পারেনি বা ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে সরকার এটিকে তাদের নির্বাচনী যুদ্ধে জয়ী হবার হাতিয়ার হিসেবে নিয়েছেন ভালোভাবেই। এতে মূল অপরাধীরা আড়ালেই থাকছে প্রতিবারের মতোই।

**হোসেন আবেদ আলী**
**গুপ্তপাড়া, রংপুর -৫৪০০**

## ভালো থাকার উৎস

সবকিছুর পরও ভালোই আছি আমরা। লেখুক না আশরাফ রোকন মাঝে মাঝে 'প্রতিমারা অন্ধ। চন্দনবনে নেই কোনো পাখি, নগরীর বন্ধ দরজায় খোঁড়া ভিখারিণী, তার পায়ে কোনো স্বপ্ন নেই।' তারপরেও ভালো আছি আমরা। গাছ, পাখি, ভোরের বিষণ্ন আকাশ, সূর্যাস্ত, পূর্ণিমার চাঁদ, জ্যোৎস্নাস্নাত রাত আর বর্ষায় বৃষ্টির অপার্থিব সুর ঐক্য, চারদিকের সবই আমাদের ভালো থাকার উৎস। আমাদের তারুণ্য আর আগামী আলোকিত ক্ষণের জন্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের অপেক্ষা সেটাও কিন্তু আমাদের ভালো থাকার উৎস। আমাদের ভালো থাকার উৎস আমাদের ঘোলাটে পরিশ্রান্ত চোখে শুধু এক নতুন আধুনিক আগামীর জন্য অপেক্ষা। সেদিন আর যারাই থাকুক না কেন অন্তত আমাদের বর্তমানের প্রজ্ঞাবান-প্রজ্ঞাবতী নেতা-নেত্রীরা আর থাকবে না। কেননা ওরা আমাদের ভালো লাগার উৎসটুকু ধরতে পারেনি।

**আহমেদ**
**খুলনা ইউনিভার্সিটি**

## তবুও এগিয়ে যাব

আপনজন হারানোর শোক ও ক্ষোভের মধ্যে বাংলাদেশ বরণ করলো ১৪০৮ সালকে। বাংলাদেশের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ করে সৃষ্টি হল আরেক ট্র্যাজেডি। নববর্ষের প্রথম সকাল রক্তাক্ত করল যারা সেই নরপশুদের ধিক্কার। মানুষরূপী হায়েনাদের এই হামলার ঘটনায় আমরা যারপরনাই ক্ষুব্ধ- শোকাহত, ব্যথিত এবং স্তম্ভিত। যশোর উদীচী, পল্টন ময়দানে সিপিবি এবং সর্বশেষ রমনা বটমূলের ছায়ানটের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা যারা ঘটাচ্ছে তারা জানে না যারা বাঙালি সংস্কৃতি ধারক ও বাহক তারা স্বভাবে কোমলমতি বটে, কিন্তু প্রয়োজনে তারা তেজী হয়ে উঠতে পারে, যেমন তারা গর্জে উঠেছিলেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে। আমরা সংঘবদ্ধ হবো একাত্তরের মতো একই চেতনায়। মহান একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদের রক্তের কাছে ঋণী যে বাঙালি, মুক্তিযুদ্ধের রক্তের কাছে দায়বদ্ধ যে মানুষ, নানা দোলাচল, ব্যর্থতা ও প্রাপ্তির মধ্যেও সে তার হাজার বছরের মানবতার ঐতিহ্যকে ত্যাগ করেনি। ছায়ানট ট্র্যাজেডির হতাহত সবার নিকটজনের কাছে সমবেদনা জানাই।

**সুলতানা শিখা, ফকিরপুর রোড, মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী**

## থার্টি ফার্স্ট-নববর্ষ

পশ্চিমাদের অনুকরণ করতে গিয়ে আমরা বাঙালিরা যে 'থার্টি ফার্স্ট' পালন করি তা আনন্দের বা উন্মাদনার নামে হয়ে যায় উন্মত্ততা। নষ্টামী আর নোংরামীর শিলাবৃষ্টি। নববর্ষ বাঙালির একান্ত আপন, নিজস্ব এক কৃষ্টি। পহেলা বৈশাখে তাই আমরা আমাদের মূলে ফিরে আসি বাঙালি ললনা হয়ে কিংবা বাঙালি বাবু হয়ে। লালপেড়ে সাদা পাট ভাঙা শাড়ি আর পাঞ্জাবি, ফতুয়া বয়ে আনে নির্মল পরশ, বাঙালির পরশ। আপন মহিমায় ভাস্বর পহেলা বৈশাখ। থার্টি ফার্স্ট নাইটে পুলিশ নামে রাস্তায় বিশৃঙ্খলতা ঠেকাতে। পহেলা বৈশাখে পুলিশ লাগে না, ভোরে লাল সূর্য তার কিরণ দিয়ে ধুয়ে দেয় সমস্ত মলিনতা। সূর্যের তীব্র আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সংস্কৃতি। একটি জাতিকে শেষ করতে চাইলে গণহত্যার প্রয়োজন হয় না যদি সে জাতির সংস্কৃতিকে মলিন করে দেয়া যায়। এ সত্যটা একেবারে শেষের দিকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তানি বর্বররা আমাদের সংস্কৃতির বাহক, অগ্রদূত বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিলো একাত্তরে। তিরিশ বছর পরও সেই 'সত্যের' আলোকেই যেন শেষ করতে চাইছে আমাদের সংস্কৃতিকে।

**কাকুষ**
**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**

## যদি এমন হয়

শেখ হাসিনা ভাল করবেন যদি তিনি অবিলম্বে সন্ত্রাসী খুনি অপরাধী সাংসদ-মন্ত্রীপুত্রদের জননিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করে, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেন। আরও ভাল করবেন এদের কারণে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে, আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, কামাল আহমেদ মজুমদার প্রমুখকে যদি মনোনয়ন না দেন। কেননা তাদের পুত্র-স্বজনরা শেখ হাসিনা এবং তার সরকার ও দলের ভাবমূর্তিতে যে কালিমা লেপন করেছে এবং করছে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে শেখ হাসিনাকে চমকদার দৃষ্টান্তমূলক এমন কিছু করা দরকার। এবং তা এ মুহূর্তেই। অন্যথায় তার সরকারের অন্যসব অযোগ্যতা ও ব্যর্থতা তুলনামূলক বিচারে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অবকাশ থাকলেও উল্লিখিত সাংসদ-মন্ত্রীপুত্র ও স্বজনদের অপরাধ-খুন-সন্ত্রাস সহ অযাচিত দাপট- দৌরাত্ম্য এদেশের দলনিরপেক্ষ সচেতন শ্রেণী সহজভাবে হজম করে নাও নিতে পারে।

**আবুল হাসেম**
**ত্রিপলি, লিবিয়া**

## অরুচিকর কৌশল

কোনো ধরনের অঘটন না ঘটলে বছরের শেষ দিকে সময়ে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দেশের মানুষ এখন সেই মাহেন্দ্রক্ষণের দিকে তাকিয়ে আছে। নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলসমূহ বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য। গত দুটি সাধারণ নির্বাচণে এসব দলগুলোর কৌশল সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছি তা সুখকর নয়। বিএনপি তার প্রতিপক্ষ দলকে ভারতের দালাল বলে চিহ্নিত করে বলে, এদের ভোট দিলে দেশের স্বাধীনতা থাকবে না, ইসলাম থাকবে না, দেশকে ভারতের হাতে তুলে দেবে ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্যদিকে আওয়ামী লীগও অনুরূপভাবে বিএনপিকে পাকিস্তানের দালাল বলে চিহ্নিত করে। অতীত ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে একটিবারের জন্য সুযোগ চাওয়া, মাথায় হেজাব নেকাব পরা, মোনাজাত সংবলিত পোস্টার ইত্যাদি কৌশল অবলম্বন করেন। মাঝখানে আমরা জনগণ হই বিভ্রান্ত। তাই এই দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের কাছে সবিনয় অনুরোধ, এবারের নির্বাচনে এই সস্তা, অরুচিকর বিভ্রান্তিমূলক কৌশল থেকে বিরত থাকবেন।

**সোহেল রিজভী**
**মনেশ্বর রোড, ঢাকা**

## খুব ইচ্ছে হয়

মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে হয় পাখির মতো চলে যাই রহমতখালির দু'কূলে অযত্নে বেড়ে ওঠা কাশবনে, পতেঙ্গার গোধূলি সন্ধ্যায় কিংবা মধ্যরাতে বন্ধুর আড্ডায়। মেঘনার নূপুর-নিক্কনে আমার স্নাতার্ত শিকড় ধুয়ে যাক। আমি আবার পরিশুদ্ধ হই নিষ্পাপ নবজাতকের পবিত্রতায়। খুব ইচ্ছে হয়, স্বজনদের বলি, অর্থ দিয়ে দাসত্ব ক্রয় করে নির্বোধ। দেশান্তরিতে উত্থান নেই পতন ছাড়া। যে তার দেশকে হারায়, ভাষাকে হারায়, প্রিয়জনকে হারায়, যত অর্থই তার থাকুক সে নিঃস্ব। এত নিঃস্বতা নিয়ে বেঁচে থাকা খুব কষ্টের, খুব যন্ত্রণার। খুব ইচ্ছে হয় একবার যদি দেশের ঋণখেলাপিদের, জনগণের ভাগ্য নিয়ে উদুর-বিড়াল খেলুড়ে তথাকথিত নেতাদের এখানে এনে কফিল, আকামা'র রাধাচক্করে ছেড়ে দিতে পারতাম, তবে তারা হয়তো বুঝতো স্বদেশ কি? স্বাধীনতা কি? খুব ইচ্ছে হয় সেই উদ্ভট উটের গতিরোধ করার একটা যন্ত্র বানাই, 'মুখরা রমণী বশীকরণের' একটা মন্ত্র শিখি।

**belal71@hotmail.com, Riyadh, K.S.A**

## সন্তানের পরিচয়

একজন মানুষের শনাক্তকরণী পরিচয়ের কাগজটিতে প্রায়ই লেখা হয় তার নাম, পিতৃ পরিচয়, ঠিকানা, শনাক্তকরণ চিহ্ন ইত্যাদি। কিন্তু তার যে একজন মা ছিল, সেই মা নির্বিঘ্নে হন উপেক্ষিত। একজন মা-ই নিশ্চিত করে বলতে পারেন সন্তান ধারণ করতে কার সাহায্য তিনি নিয়েছেন। এটা সহ আরও কিছু বিব্রতকর (আমাদের সমাজের দৃষ্টিতে) পরিস্থিতির বিচারে (যেমন ধর্ষণ, কিন্তু মা যখন সন্তান নষ্ট করতে চান না) শুধুমাত্র মাতৃ পরিচয়ের উল্লেখই কি অধিকতর যৌক্তিক নয়? কিংবা উভয়ের? তবে এক্ষেত্রে কে মা এবং বাবা তা নির্ধারণ করতে D.N.A টেস্ট-এর সনদপত্র/রিপোর্ট অবশ্যই দেখাতে হবে। আর এসব না করে D.N.A-এর গঠনগত বৈশিষ্ট্য, চোয়াল দাঁতের অবস্থানের (এক্সরে) ডকুমেন্ট, আঙুল অথবা মুখমন্ডলের ত্বকের নিচের ছাপ, রেটিনা স্ক্যান প্রভৃতি পদ্ধতিই কি সর্বোৎকৃষ্ট এবং একক/অনন্য হিসেবে যথেষ্ট নয়? বিষয়টি কর্তৃপক্ষের পুনর্মূল্যায়নের দাবি রাখে।

**Prince**
**ঢাকা**

## বরিশালের সন্ত্রাসী

বরিশালে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করে চলছে। আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত 'পুলিশ বাহিনীর' চরম ব্যর্থতা এজন্য দায়ী। এখনকার আইন শৃঙ্খলা উন্নয়নের তেমন কোনো পদক্ষেপ লক্ষণীয় নয় বলে অভিযোগ জোরদার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। শহরে একের পর এক খুন, সম্প্রতি ফিল্মি স্টাইলে চাঁদাবাজি, ডাকাতি, মুক্তিপণ আদায়, ছিনতাই আর বিশেষ করে সন্ত্রাসীদের তান্ডবে জনমনে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। পুলিশ প্রশাসনের ওপর থেকে সাধারণ মানুষের আস্থা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। প্রতি বছরই নির্বাচনের আগে বরিশালে সন্ত্রাসীদের কদর বাড়ে এবারেও এর ব্যতিক্রম নয়। নির্বাচনের হাওয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে বরিশালে সন্ত্রাসীদের কদর বেড়ে গেছে।

**বেলাল আহমেদ শান্ত, সংবাদকর্মী**
**বরিশাল**

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
**ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০**

## বলতে ইচ্ছে করে

দেশের দুই প্রধান দল এবং দল দুটোর নেত্রীদ্বয় যে ভয়ঙ্কর খেলায় মেতে আছেন তাতে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, তারা জনগণের কথা মোটেও ভাবছেন না। তাহলে আমরা (জনগণ) কেন তাদের কথা ভাববো? কেন আমরা একটা 'বিকল্প'র কথা ভাববো না? একটা বিকল্প খুঁজে বের করার ক্ষমতা কি আমাদের নেই? আমাদের কি আবার বলার সময় আসেনি 'জাগ বাহে কুনঠে সবাই'?

**আশরাফুল হক অর্ক**
**বক্স নং-১০৯, সাপ্তাহিক ২০০০,**
**৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা**

## কেন এই ঘৃণ্য পাঁয়তারা...

বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম সীমান্তে ভারতের বিএসএফ আর বিডিআরদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে সম্প্রতি। এতে নিহত ১৬ বিএসএফ এবং বাংলাদেশের দু'জন বিডিআর জওয়ান। যাই হোক, বাংলাদেশ স্বাধীনতা পেয়েছে আজ প্রায় তিরিশ বছর। সীমান্ত-সংঘর্ষ তো নতুন কোনো বিষয় নয়। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, '৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পরপরই সচেতন মানুষ দেখেছে নানান ঘটনাবলী। '৪৭, '৫২ '৬৯ এবং '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। প্রসঙ্গত বলা যায়, ভারতে বাংলাদেশের স্থলসীমান্ত ৪,৪২৭ কি.মি.। ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে বাংলাদেশের রয়েছে ৫১টি ছিটমহল। এছাড়াও বাংলাদেশের কিছু কিছু এলাকা এখনো ভারতের দখলে। তো কথা না বাড়িয়ে বলতে চাই কেন এই হত্যাযজ্ঞ, কেন এই দখলদারি, কেন মরবে বিএসএফ-বিডিআর কেন সীমান্ত-গ্রামে কৃষকের গরু এবং জানমালের নিরাপত্তা নেই? কেন অস্ত্র আর নেশার দ্রব্যে দেশ ছেয়ে যাবে! অসংখ্য প্রশ্নের ধাঁধায় ঘুরছে আমার চোখ। এখন প্রশ্ন, একাত্তরে ভারত আমাদের সাহায্য করেছিলো, কিন্তু সাহায্যের নামে তারা কি চায়? তারা কি এই সবুজ ভূখন্ডে বিশাল বাজার পায়নি? সুপারম্যাক্স ব্লেড থেকে শুরু করে ভারতীয় গাড়ির চেসিস পর্যন্ত আসছে বাংলাদেশে। তবে কেন এই ঘৃণ্য পাঁয়তারা!...

**মুনির/বুলবুল, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০**